জীবননগর দৌলতগঞ্জসহ তিনটি স্থলবন্দর বন্ধের ঘোষণা

দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর থাকা চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অবস্থিত দৌলতগঞ্জ নীলফামারীর চিলাহাটি, দৌলতগঞ্জ, রাঙামাটির তেগামুখ ও হবিগঞ্জের বাল্লা। তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ ঘোষণা করেছে অন্তর্বতী সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন হয়।

এমন খবরে দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দরকে ঘিরে স্থানীয় ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ দেখা দিয়েছিলো, তা এখন হতাশায় পরিণত হয়েছে। তবে এই শুল্ক স্টেশন নিয়ে আশাবাদী ছিল জীবননগরবাসী।

জানা যায়, ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর দৌলতগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দরটি শুল্ক স্টেশন হিসেবে চালু ছিল। তবে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কারণে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৯৭২ সালে এর কার্যক্রম পুনরায় চালু হলেও অজ্ঞাত কারণে এই শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই ও ২০০৯ সালের ১১ জুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবি) আর) প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সকল প্রকার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে। একইসাথে ১৯টি পণ্য আমদানির অনুমতি দেয়।

এরপর ২০১৩ সালের ৩১ জুলাই দৌলতগঞ্জ শুল্ক স্টেশনটিকে পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করেছিল সরকার। একই বছরের ২৪ আগস্ট তৎকালীন নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্থলবন্দরের উদ্বোধন করলেও আলোর মুখ দেখেনি।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হালিম বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই জীবননগরবাসী আশায় বুক বেধেছিলো এই স্থলবন্দর চালু হবে। স্থানীয় অর্থনীতির সাথে সাথে দেশের উন্নয়ন হবে। আজকে বন্দর বন্ধের সংবাদ শুনে আশাহত হলাম।

আবাসিক হোটেলের ব্যবসায়ী আবু সাঈদ খান জুয়েল বলেন, দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর চালু হবে, এই আশায় আমার বাবা একটি আবিাসক হোটেল চালু করেছিল ২০০০ সালে। তবে বারবার আশা দেওয়া হলেও সেটি বাস্তবায়ন হয়িন। এই সংবাদ জীবননগরবাসীর জন্য দু:সংবাদ। জাসিন মারুফ বলেন,

জীবননগরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিলো এ স্থলবন্দরকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আজকের সংবাদে সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। এই স্থলবন্দর চালিলু হলে বেকারত্ব দূর হতো। একইসাত্থে স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি হতো।

জানতে চাইলে সিঅ্যান্ডএফ এসোসিয়েশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক মাজেদুর রহমান লিটন বলেন, আমরা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখেছি। তাতে তারা জানিয়েছে অবকাঠামো কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে। মূলত এটা তো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অধীনে। এনবিআর কিন্তু বন্ধের কোনো ষোঘণা দেয়নি।

তিনি বলেন, একদিকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যেমন তাদের কার্যক্রম সীমিত করেছে, অপরদিকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অবকাঠনোর একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছে। মাজেদুর রহমান লিটন আরও বলেন, যেহেতু দেশে এখনও কোনো রাজিনৈতিক সরকার নেই। ভোটের মাধ্যমে পট পরিবর্তন হবে। সুতরাং আমরা দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর নিয়ে আশাবাদী এখনও।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২ মার্চ দেশের চারটি স্থলবন্দর পুরোপুরি বন্ধ রাখার সুপারিশ করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। এই স্থলবন্দরগুলো হলো নীলফামারীর চিলাহাটি, চুয়াডাঙ্গার দৌলতগঞ্জ, রাঙামাটির তেগামুখ ও হবিগঞ্জের বাল্লা।

দর্শনায় পূর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়নে এডিবি’র প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পুর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়নে দর্শনা স্থল শুল্ক স্টেশন ও জয়নগর আইসিপি এলাকা পরিদর্শন করেছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)’র উচ্চ পর্যায়ের টিম।

আজ রবিবার দুপুরে দর্শনা কাস্টমস শুল্ক স্টেশন ও বন্দর এলাকা

পরিদর্শন করে ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন, প্রধান আঞ্চলিক সহযোগিতা বিশেষজ্ঞ এবং মিশন নেতা, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও ইন্টিগ্রেশন ইউনিট, দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ মাসাতো নাকানে, সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা (পরিবহন), পরিবহন সেক্টর অফিস হুমায়ন কবির, প্রকল্প প্রস্তুতি বিশেষজ্ঞ (আন্তর্জাতিক), ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা এডিবি কাজী মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম, ডেপুটি কমিশনার, এনবিআর এবং ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা, এডিবি, মোঃ মেরাজুল আলম সম্রাট এবং দর্শনা শুল্ক স্টেশনের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার আব্দুস সাত্তারসহ রেভিনিউ ও সহকারী রেভিনিউ কর্মকর্তাগন, বিজিবির দর্শনা আইসিপি কমান্ডার জাকির হোসেন, ইমিগ্রেশন অফিসার রমজান আলী।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, ভারতের গেদে ল্যান্ড পোর্ট সোসাইটির মুখ্য পরামর্শদাতা সুব্রত সাহা, দর্শনা স্থলবন্দর বাস্তবায়ন কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক সাংবাদিক রেজাউল করিম লিটন, আশরাফুল হক উলুম, হাজী নজরুল ইসলাম, পলাশ আহমেদ প্রমুখ।

দর্শনা পুর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়ন প্রজেক্টের পরিকল্পনা সম্পর্কে সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যৎ দ্রুততার সাথে কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে তাগিদ দেন প্রতিনিধি দলটি।

দর্শনা স্থলবন্দর প্রজেক্টের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)’র অর্থায়নে সাউথ এশিয়ান সাবরিজিওনাল ইকোনমিক্যাল কো অপারেশন (সাসেক) প্রোগ্রামের অধীনে দর্শনায় নির্মিত হতে যাচ্ছে আধুনিক ল্যান্ড পোর্ট ও এনবিআর’র কাস্টমস হাউজ ও ট্রেনিং সেন্টার।

আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কর্মসূচি পালন করা হয়। আজ আমার খুব ভালো লাগছে যে অবশেষে আমাদের পরিশ্রম, আমাদের সপ্নের স্থলবন্দর বাস্তবে রুপ নিতে যাচ্ছে। এটি মেহেরপুরবাসীর জন্য খুবই সুসংবাদ। আমরা আশা করবো এই প্রস্তাবিত স্থলবন্দর যেন দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়।

জানা গেছে, স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের নেতৃত্বে ঢাকা প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, মেহেরপুর জেলায় অনশন ধর্মঘট, বিভিন্ন মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ করা হয়। এ সকল কর্মসূচিতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। মেহেরপুর স্থলবন্দর আন্দোলনের অন্যতম সদস্য বেলাল হোসেন। স্থলবন্দর প্রস্তাবিত হওয়ার খবরে তিনি বলেন, ইমনের নেতৃত্বে মেহেরপুরবাসীকে সাথে নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। অবশেষে সেই আন্দোলনের স্বার্থকতা পেতে যাচ্ছি।

আন্দেলন কারীদের মধ্যে ফরিদ উদ্দিন, সাজ্জাদ হোসেন বলেন, স্থলবন্দর আমাদের কাছে সপ্নের মত। এটা বাস্তবে রুপ নিতে যাচ্ছে এর চাইতে আনন্দের খবর আর কি হতে পারে?
জাগো মেহেরপুর’র মুখপাত্র শোয়েব রহমান জানান, অবশেষে মেহেরপুরবাসী অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। আমাদের সপ্ন পূরণের পথে।
স্থলবন্দর বাস্তবে রুপ নিতে যাচ্ছে এমন খবরে এলাকাবাসীর মধ্যে বইছে আনন্দের বাতাস। বেকার সমস্যা সমাধান সেই সাথে মেহেরপুরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যকরি সম্ভনা তৈরি হতে যাচ্ছে। সেই সাথে তৈরি হবে ব্যবসার নতুন দিগন্ত।

মেহেরপুর কোর্ট রোডের বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আব্দুস সালাম বলেন, মেহেরপুরে স্থলবন্দর অত্যন্ত জরুরী। এখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করবে। এছাড়াও আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেক ভালো হবে। বিভিন্ন পন্য আমদানি রপ্তানী করে আমরা লাভবান হতে পারবো।

আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান বলেন, স্থলবন্দর আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, এটা প্রস্তাবিত হয়েছে শুনে খুব ভালো লাগছে। এলাকার উন্নয়নের জন্য স্থলবন্দর প্রয়োজন। এছাড়াও সাধারণ মানুষ সেখানে বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। চিকিৎসা নিতে যদি ভারতে যেতে হয় তবে খুব সহজেই পাড়ি দিতে পারবে।

জেলা মটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান বলেন,

স্থলবন্দর তৈরি হলে খুব ভালো হবে। আমাদের শ্রমিকদের কাজের অভাবে বসে থাকতে হবে না। তাছাড়া মটর গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রপাতী আমরা খুব সহজেই কম দামে কিনতে পারবো। বিভিন্ন ভারতীয় গাড়ি কম খরচে আনতে পারবো।
-মর্তুজা ফারুক রুপক